ফটোশপ লেয়ার মাস্ক টিউটরিয়াল

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ছবি এডিটিংয়ের কথা এলে সবার আগে যার নাম আসে তা হলো ফটোশপ। যেসব ফিচার ফটোশপকে শীর্ষস্থানে নিয়ে এসেছে তার মধ্যে একটি হলো ভিন্ন ভিন্ন লেয়ারে কাজ করার সুবিধা। যারা ফটোশপ নিয়ে কিছুটা হলেও কাজ করেছেন তারা মোটামুটি জানেন লেয়ার কি। কিন্তু অনেকেই আছেন যাদের লেয়ার সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। ফটোশপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলোর একটি হলো লেয়ার ব্যবহারের সুবিধা। লেয়ার কি তা না জেনে প্রথমে জানা দরকার লেয়ার কেনো প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটি ছবির বিভিন্ন অংশ এডিট করার জন্য লেয়ারের প্রয়োজন। আমরা জানি একটি ছবির বিভিন্ন অংশ থাকে। যেমন : ব্যাকগ্রাউন্ড, বিভিন্ন অবজেক্ট ইত্যাদি। এসব ভিন্ন অবজেক্টকে আলাদাভাবে এডিটের দরকার হলে লেয়ারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

লেয়ারের ধারণা এসেছে মূলত কমপিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার থেকে। কমপিউটারে কোড লিখে গ্রাফিক্সের কাজ করা যায়। ইউজার কোড লিখে একটি বর্গক্ষেত্র

চিত্র-১

আঁকতে পারেন। কিন্তু একই জায়গায় যদি দু'টি ক্ষেত্র পরপর আঁকা হয় তাহলে প্রথম ক্ষেত্রটি নিচে ঢাকা পড়ে যায়। এর অর্থ এই নয় যে নিচের ক্ষেত্রটি ডিলিট হয়ে যায়। উপরের ক্ষেত্রটির জন্য নিচের ক্ষেত্রটিকে আর দেখা যায় না। তবে উপরের ক্ষেত্রটিকে যদি কোনোভাবে মুছে দেয়া যায়, তাহলে কিন্তু আবার নিচের ক্ষেত্রটি দেখা যাবে। এ ধারণাটিই ফটোশপে লেয়ার হিসেবে নাম দেয়া হয়েছে। ফটোশপে ভিন্ন ভিন্ন লেয়ার তৈরি করে বিভিন্ন অবজেক্ট আঁকা যায় অথবা একটি ছবির বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন লেয়ারে রাখা যায়। এরপর সেই লেয়ারগুলো নিয়ে ইচ্ছেমতো এডিট করা যায়।

ফটোশপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলোর মধ্যে একটি হলো লেয়ার মাস্ক। এ লেখায় মূলত লেয়ার মাস্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, লেয়ার মাস্ক কী এবং কিভাবে লেয়ার মাস্ক ব্যবহার করে অ্যাডভান্সড ফটো এডিট করা সম্ভব। ইউজারদের অনেকে মনে করেন, লেয়ার মাস্ক খুবই জটিল একটি বিষয় এবং এটি ব্যবহার করাও বেশ ঝামেলার কাজ। ইউজার যদি কালো এবং সাদার মাঝে পার্থক্য জানেন এবং ফটোশপে ব্রাশ টুল ব্যবহার করে পেইন্ট করতে পারেন, তাহলে লেয়ার মাস্ক ব্যবহার করার জন্য তার যেসব স্কিল দরকার তার সবই আছে। সুতরাং লেয়ার মাস্ক সম্পর্কে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা এটি সাধারণ টুলের মতোই সহজ একটি মাধ্যম।

লেয়ার মাস্ক মূলত কোনো লেয়ারের ট্রান্সপারেন্সি লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে এবং এটিই মাস্কের মূল কাজ। যেমন ইউজার যদি কোনো

চিত্র-২

লেয়ারের অপাসিটি ৫০%-এ কমিয়ে আনেন, এর অর্থ হলো ওই লেয়ারটি ৫০% দৃশ্যমান হবে। সাধারণ এডিটিংয়ের জন্য এটি সহজ একটি কাজ, কিন্তু যদি এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কোনো লেয়ারের একটি অংশ হাল্কা দৃশ্যমান করতে হবে, যেমন একটি লেয়ারের বাম পাশটুকু পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্ট করতে হবে এবং লেয়ারের ডান পাশটুকু ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হবে, তখন এটি সাধারণ অপাসিটি পরিবর্তনের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে না। কারণ, অপাসিটি সম্পূর্ণ লেয়ারের ভিজিবিলিটি নিয়ে কাজ করে, এক ছবি থেকে আরেক ছবিতে ফেড হয়ে যাওয়ার ইফেক্ট দিতে পারে না। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন লেয়ারের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপাসিটি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়, যা লেয়ার মাস্কিং দিয়ে করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ দুটি ইমেজ দেয়া হলো (চিত্র-১, ২)। ধরা যাক, ইউজার চাচ্ছেন প্রথম ছবির সাথে দ্বিতীয় ছবির জোড়া লাগাতে এবং জোড়ার অংশটুকু ফেড হয়ে থাকবে। ছবি দুটি একসাথে ব্লেন্ড করার জন্য মাস্কিং করা হোক বা না হোক, তাদেরকে একই ফটোশপ ডকুমেন্টে রাখতে হবে। সুতরাং প্রথম কাজ হলো ছবি দুটিকে একত্র করা। এজন্য পাশাপাশি ইমেজ দুটি ওপেন করুন। এবার দ্বিতীয় ছবিটিকে কপি করে প্রথম ছবিতে ভিন্ন লেয়ারে পেস্ট করুন। ভিন্ন লেয়ার খোলার জন্য Ctrl+N চাপলেই হবে। পেস্ট করার পর শুধু দ্বিতীয় ছবিটিকে দেখা যাবে। কারণ, প্রথম ছবির উপরে দ্বিতীয় ছবির লেয়ারটি উপস্থিত। এটি পরিবর্তন করে যদি প্রথম লেয়ারটিকে উপরে আনা হয়, তাহলে প্রথম ছবিটি দেখা যাবে। ফটোশপ ডকুমেন্টের ডান দিকে ইউজার প্যানেল আছে। সেখানে লেয়ারের প্যানেলসহ আরও অনেক প্যানেল বিদ্যমান। লেয়ার প্যানেল সিলেক্ট করলে (যা বাই ডিফল্ট সিলেক্ট করাই থাকে) লেয়ারের লিস্ট দেখা যাবে। সেখানে লক্ষ করলে দেখা যাবে, দ্বিতীয় লেয়ারটি অর্থাৎ পরে পেস্ট করা লেয়ারটি উপরে আছে। পজিশন পরিবর্তন করার জন্য শুধু লেয়ারটি সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করে নিচে নামিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু লেয়ার পেস্ট হলেই হবে না দুটো লেয়ারকে পাশাপাশি দেখাতে হবে। এজন্য প্রথমে মুভ টুল সিলেক্ট করুন। কিবোর্ডে V চেপে সরাসরি মুভ টুল সিলেক্ট করা যায়। এবার যে লেয়ারটিকে সরানো দরকার (এক্ষেত্রে দ্বিতীয় লেয়ার) সেই লেয়ারটিকে সিলেক্ট করে কিবোর্ডের রাইট অ্যারো কি চাপলে লেয়ারটি একটু একটু করে ডানদিকে সরে যাবে। সরাসরি মাউস দিয়েও মুভ করানো যায়, কিন্তু এতে

চিত্র-৩

ভার্টিকেল অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হতে পারে। পছন্দমতো স্থানে দ্বিতীয় লেয়ারটিকে বসিয়ে সেভ করুন। লেয়ারে রাইট বাটন সিলেক্ট করলে মার্জ নামে একটি অপশন দেখা যাবে। একাধিক লেয়ার একসাথে সিলেক্ট করে মার্জ করলে ওই লেয়ারগুলো একটি লেয়ারে পরিণত হয়। এখন লেয়ার দু'টি মার্জ করার দরকার নেই, কেননা মাস্কিং করতে গেলে আলাদা লেয়ারের প্রয়োজন হয়। পজিশন ঠিক করার পর মূল ছবিটি দেখতে চিত্র-৩-এর মতো হবে। খেয়াল রাখতে হবে দ্বিতীয় লেয়ারটি যেনো উপরে থাকে।

এখন দ্বিতীয় লেয়ারের অপাসিটি কমিয়ে দেখা যাক মাস্কিং ইফেক্ট কেমন হয়। এজন্য দ্বিতীয় লেয়ারে রাইট বাটন ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশনে ক্লিক করুন। এবার অপাসিটি কমিয়ে ৫০%-এ নিয়ে এলে দ্বিতীয় লেয়ারটি সম্পূর্ণটি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এডিটিংয়ের লক্ষ্য হচ্ছে দুটি লেয়ারের মাঝে ব্লেন্ড করে দেয়া। ফটো এডিটিংয়ে ব্লেন্ড করতে বোঝায় ছবির বা ▸

লেয়ারের মিক্সচার ঘটানো। সুতরাং দ্বিতীয় লেয়ারের অপাসিটি আবার ১০০%-এ নিয়ে আসুন। এবার ইরেজার টুল ব্যবহার করা যাক। কিবোর্ডের E বাটন প্রেস করে ইরেজার টুল সিলেক্ট করুন। এখন দ্বিতীয় লেয়ারের বাম পাশটুকু মুছে দিন। লক্ষ রাখতে হবে, ইরেজারের হার্ডনেস যেন ০ থাকে। কেননা সফট ইরেজার না হলে ছবির যে অংশ ইরেজ করা হবে, তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। প্রয়োজনানুসারে ইরেজারের সাইজ বড় বা ছোট করে নিন। ইরেজারের অপশন আনার জন্য রাইট বাটন ক্লিক করুন অথবা ফাইল মেনুর নিচে ইরেজারের অপশন প্যানেল থাকে সেটি ক্লিক করুন। ইরেজ করার পর মূল ছবিটি চিত্র-৪-এর মতো দেখাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে ছবি দুটি সুন্দরভাবে একে অপরের সাথে ব্লেন্ড করেছে।

ছবিটিতে যেমন এডিট করার দরকার ছিল, তা করা হয়ে গেল মাস্ক টুল ছাড়াই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মাস্ক টুলের থেকে ইরেজার টুল ব্যবহার করা অনেক সহজ। এডিটিং শেষে সবকিছু বন্ধ করা হলো। এখন ধরুন এডিট করা ছবিটি দেখে ক্লায়েন্ট বলল, মেয়েটির কাপড়ের অংশ একটু বেশি ইরেজ করা হয়ে গেছে, কাপড়ের অংশ আরেকটু ফিরিয়ে আনলে ভালো হতো। তাহলে কাজটি আর করা সম্ভব হবে না। কারণ, যে অংশটুকু একবার ইরেজ করা হয়ে গেছে তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। প্রথম লেয়ারটি হাইড করলে শুধু দ্বিতীয় লেয়ারে দেখা যাবে যে বাম পাশের কিছু অংশ মুছে গেছে। তাই ক্লায়েন্টের মনমতো এডিট করতে গেলে সম্পূর্ণ এডিটিংয়ের কাজ আবার শুরু থেকে আরম্ভ করতে হবে। এখানে সাধারণ ইরেজের জন্য মনে হতে পারে যে, এডিট আবার নতুন করে শুরু করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এই ইরেজিং যদি বড় ধরনের হতো বা এই ইরেজিংয়ে অনেক বেশি সময় লাগত তাহলে ইউজার কখনই এডিটিংয়ের কাজ আবার শুরু থেকে করতে চাইত না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মাস্কিংয়ের প্রয়োজন হয় যেখানে ছবির কিছু অংশ ইরেজও হয় আবার ছবিতে কোনো স্থায়ী ক্ষতিও হয় না।

শুরুতেই বলা হয়েছে, অপাসিটি আর লেয়ার মাস্কের উদ্দেশ্য একই। দু'টি অপশনই ছবির ভিজিবিলিটি নিয়ে কাজ করে। কিন্তু অপাসিটি কোনো ছবির সম্পূর্ণ ভিজিবিলিটি নিয়ে কাজ করে যেখানে লেয়ার মাস্ক কাজ করে ছবির নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে। লেয়ার মাস্কিং করতে হলে লেয়ার মাস্ক অ্যাড করতে হয়। লেয়ার তৈরি করার সময় মাস্ক তৈরি হয় না, পরে তা তৈরি করে নিতে হয়। এজন্য যে লেয়ারে মাস্ক অ্যাড করতে হবে তা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকতে হবে। সুতরাং সঠিক লেয়ার সিলেক্ট করে মাস্ক তৈরি করতে হবে, তা না হলে ভুল লেয়ারে মাস্ক তৈরি হবে এবং সম্পূর্ণ এডিটিংয়ের কাজ নষ্ট হবে। কোনো লেয়ারে মাস্ক অ্যাড করার জন্য লেয়ারটি সিলেক্ট করে মাস্কের আইকনে সিলেক্ট করুন। মাস্কের আইকনটি লেয়ার প্যালেটের একদম নিচে অবস্থিত এবং দেখতে একটি আয়তের মাঝে একটি বৃত্তের মতো (চিত্র-৫)। লেয়ারে

চিত্র-৪

চিত্র-৫

চিত্র-৬

চিত্র-৭

মাস্ক তৈরি করলে ডকুমেন্টে কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না, কারণ লেয়ার মাস্ক শুরুতে হাইড করা থাকে। মাস্কের কাজ হলো ছবির ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিজিবল বা দৃশ্যমান করা আর মাস্ক নিজেই যদি শুরুতে ভিজিবল হয়ে মূল ছবিকে ঢেকে রাখত তাহলে এডিট করা কঠিন হয়ে যেত। তবে লেয়ারে মাস্ক অ্যাড হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য লেয়ার প্যালেটে উক্ত লেয়ারের থাম্বনেইলের দিকে লক্ষ করুন।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, লেয়ার মাস্কটির আইকনটি সাদা কালারের হয়ে আছে। এটি র‍্যান্ডম নয়। মাস্ক তৈরি করা হলে তা শুরুতে বাই ডিফল্ট সাদা কালারে ফিল থাকে এবং শুরু থেকেই হাইড থাকে। ইউজার যদি সরাসরি মাস্ক দেখতে চান তাহলে ALT বাটন চেপে মাস্কের ওপর ক্লিক করলে ডকুমেন্টে মাস্ক দেখা যাবে এবং এক্ষেত্রে ডকুমেন্টে সাদা কালার দেখা যাবে। মাস্কটি আবার হাইড করার জন্য একইভাবে ক্লিক করুন। আরেকটি জিনিস জেনে রাখা ভালো, মাস্কের কালার মাত্র তিনটি হয়। যেমন সাদা, কালো এবং গ্রে। মাস্কের কালার সাদা মানে মূল লেয়ার ১০০% ভিজিবল, কালো মানে লেয়ার ১০০% ট্রান্সপারেন্ট এবং গ্রে মানে লেয়ার কিছুটা ট্রান্সপারেন্ট। কতটুকু ট্রান্সপারেন্ট তা নির্ভর করে গ্রে কালারের লাইট কতটুকু আছে। গ্রে যদি ৫০% থাকে তার মানে হলো লেয়ারটি ৫০% দৃশ্যমান হবে। মনে রাখতে হবে, গ্রে'র লাইট যত বেশি হবে লেয়ারের ট্রান্সপারেন্সি তত কম হবে আর গ্রে'র ডার্কনেস যত বেশি হবে লেয়ার তত বেশি ট্রান্সপারেন্ট হবে। সুতরাং শুরুতে মাস্ক সাদা কালারে ফিল থাকে, কারণ সাদা কালার মানে ১০০% ভিজিবিলিটি অর্থাৎ কোনো ট্রান্সপারেন্সি থাকবে না। এখন যদি লেয়ার মাস্কটিকে কালো কালার দিয়ে ফিল করা হলে লেয়ারের কোনো ছবি দেখা যাবে না, কারণ কালো কালারের জন্য ছবি ১০০% ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে।

লেয়ার মাস্ক ডিলিট করার সময় তিনটি অপশন আসে। একটি হলো অ্যাপ্লাই, ক্যানসেল অথবা ডিলিট। এখানে অ্যাপ্লাই করলে মাস্কের ইফেক্টটি লেয়ারে অ্যাপ্লাই করা হবে এবং মাস্কটি ডিলিট হয়ে যাবে। আর শুধু ডিলিট চাপলে মাস্কের ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করা হবে না।

এখন টপ লেয়ারটির মাস্কের কালার কালো করে দিন। এজন্য মাস্কটিকে সিলেক্ট করে ফিল টুল দিয়ে কালো কালার ফিল করলেই হবে। তাহলে শুধু প্রথম ছবিটি দেখা যাবে, কারণ দ্বিতীয় ছবিটি এখন হাইড হয়ে আছে। আগেরবার যখন ইরেজার দিয়ে দ্বিতীয় ছবিটি মুছে ফেলা হয়েছিল তখন লেয়ারের আইকনটি লক্ষ করলে দেখা যেত লেয়ারটির আইকন হিসেবে ইরেজ করা ছবিটি আছে। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে পিক্সেলগুলো মুছে দেয়া হয়েছে। এখন মাস্কের কারণে লেয়ারটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে আছে, কিন্তু লেয়ারের আইকনের দিকে তাকালে দেখা যাবে মূল ছবিটি ঠিকই আইকনে আছে। তার মানে লেয়ারের মাধ্যমে কাজ করলে মূল ছবির কোনো ক্ষতি হয় না (চিত্র-৬)।

ফিডব্যাক: wahid_cseaust@yahoo.com

(বাকি অংশ ৭৪ পৃষ্ঠায়)

ফটোশপ লেয়ার

(৭০ পৃষ্ঠার পর)

মাস্কে কালো কালার করার অনেক উপায় আছে। যেকোনোভাবে কালো কালার করলেই তা মূল লেয়ারে ইফেক্ট ফেলবে। সাধারণত মাস্কিংয়ে কালার করার জন্য ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। এজন্য টুল প্যালেট থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করুন। অথবা কিবোর্ড থেকে ই চাপলেও ব্রাশ টুল সিলেক্ট হবে। যেহেতু এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে ছবির কিছু অংশ ট্রান্সপারেন্ট করা, তাই কালো কালার ফোরগ্রাউন্ড হিসেবে সিলেক্ট করতে হবে। যখনই কোনো মাস্ক সিলেক্ট করা থাকে, তখনই বাই ডিফল্ট সাদা কালার ফোরগ্রাউন্ড হিসেবে সিলেক্ট করা থাকে, আর কালো ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সিলেক্ট করা থাকে। এ দু'টি কালারের জায়গা পরিবর্তন করার জন্য কিবোর্ড থেকে X চাপলে তাদের জায়গা পরিবর্তিত হবে। এখন ব্রাশটিকে রিসাইজ করা দরকার। ব্রাশের সাইজ বেশি বড় হলে এডিট করতে গিয়ে অতিরিক্ত অংশ মুছে যাবে, আবার সাইজ ছোট হলে অনেকক্ষণ ধরে পেইন্ট করতে হবে। সুতরাং সুবিধামতো ব্রাশের সাইজ সিলেক্ট করুন এবং ব্রাশের এজ সফট রাখুন। ফলে ইফেক্ট মসৃণ হবে। এবার প্রয়োজনমতো জায়গা ব্রাশ দিয়ে পেইন্ট করলে তা মুছে যাবে। পেইন্ট করার পর মাস্ক দেখতে চিত্র-৭ এবং মূল ছবিটি চিত্র-৪-এর মতো দেখাবে। এখন মাস্ক অ্যাপ্লাই করে সেভ করলে সুন্দর ব্লেন্ড করা ছবি পাওয়া যাবে। আর যদি কখনো আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দরকার হয়, তাহলে আবার ফটোশপ দিয়ে ফাইলটি ওপেন করে মাস্ক ডিলিট করলেই হবে। কজ

ফিডব্যাক: wahid_cseaust@yahoo.com